রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৯ সনের ১ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ৩, ২০১৯

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১—১৫
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১—৭
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১—২৩
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১—১৯৯
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) ..... সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) ..... বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) ..... বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) ..... কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) ..... তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

আদেশ

তারিখ : ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৫/০৩ ডিসেম্বর ২০১৮

নং ০৩.০০.০০০২.০৮২.০৪৭.০১৮.২০১৭-৯৯১—যেহেতু, আপনি জনাব মুহাম্মদ আকরাম হোসেন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকায় কর্মরত থাকাকালীন প্রজাতন্ত্রের একজন কর্মচারী হয়ে রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধান এর বিরুদ্ধে আপনার "ফেইস বুক" পেইজ এ আপত্তিকর, বিরূপ স্ট্যাটাস ও লাইক প্রদান করেছেন;

০২। যেহেতু, এ বিষয়ে বিভাগীয় মোকদ্দমা নং ০৩/২০১৭ দায়ের করে আপনাকে কারণ দর্শানো হয়। ব্যক্তিগত শুনানী দিতে ইচ্ছুক কিনা তাও লিখিতভাবে জানতে চাওয়া হয়। মামলায় অভিযোগনামা ও বিবরণীসহ কারণ দর্শানো হলে ২৯ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে প্রদত্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় পদ্ধতিগত কার্যক্রম গ্রহণ শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা স্মারক নং ০৩.৪৫১.০১৮.০০.০০.০০১. ২০১৫-৩৬০ তারিখ ২৮ মার্চ ২০১৮ এর মাধ্যমে বিস্তারিত তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তদন্ত প্রতিবেদনের কপিসহ ০৩ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের ০৩.০০.০০০২.০৮২.০৪৭.০১৮. ২০১৭-৮২৯ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্তসহ ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়। ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশের আপনার জবাব কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

০৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ এবং তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে প্রজাতন্ত্রের একজন কর্মচারী হয়ে রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধান এর বিরুদ্ধে আপনার "ফেইস বুক" পেইজ এ বিরূপ স্ট্যাটাস ও লাইক প্রদানের কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক আপনার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

০৪। যেহেতু, জনাব মুহাম্মদ আকরাম হোসেন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল), বিধিমালা ১৯৮৫-এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(৩)(সি) বিধি মোতাবেক চাকুরি হতে অপসারণ করার '(Removal from Service)' দণ্ড প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৫। যেহেতু, উক্ত দণ্ড প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয়ের মতামত চাওয়া হলে বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয় ১৮-১১-২০১৮ তারিখের স্মারক নং ৮০.০০.০০০০.১০৯.৩৪.০০৭.১৮-১৪৪ এর মাধ্যমে একমত পোষণ করেছে।

০৬। সেহেতু, জনাব মুহাম্মদ আকরাম হোসেন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল), বিধিমালা ১৯৮৫-এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(৩)(সি) বিধি অনুযায়ী আদেশ জারির তারিখ থেকে চাকুরি হতে অপসারণ '(Removal from Service)' করা হলো।

০৭। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ খলিলুর রহমান
মহাপরিচালক (প্রশাসন)।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৫/০৩ ডিসেম্বর ২০১৮

নং ০৩.৭৭৬.০১৪.০০.০০.০৭১.২০১৮-৮৭০৮—চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলার দোহাজারী ইউনিয়নের দিয়াকুল মৌজায় কাজী ফার্মস ইকোনমিক জোন লিমিটেড নামে বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের অনুমোদন ও প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রাপ্তির জন্য জনাব কাজী জাহেদুল হাসান, চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী ফার্মস গ্রুপ, আহমেদ এন্ড কাজী টাওয়ার, বাড়ী নং-৩৫, রোড নং-২, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, নিজস্ব মালিকানা দাবী করে তফসিলসহ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা এর নির্বাহী চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করেছেন। কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারগণের নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত দাবিকৃত মালিকানাধীন জমির পরিমাণ ১১২.১১৩৮ (একশত বার দশমিক এক এক তিন আট) একর। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতি, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ৫(২) মোতাবেক জানানো যাচ্ছে যে, প্রস্তাবিত স্থানে বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপিত হলে তদ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারেন এমন কোন ব্যক্তি অথবা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে দায়বদ্ধ থাকলে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হতে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সচিব, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, আব্দুল মোনেম বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট, লেভেল-১২, দক্ষিণ ও পূর্ব টাওয়ার, ১১১, বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড, ঢাকা-১২০৫ ঠিকানায় মতামত দাখিল করতে পারবেন। উক্ত স্থানে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য অনুমোদিত মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী পরিকল্পিতভাবে ভূমি উন্নয়নসহ শিল্প কারখানা স্থাপন করা হবে। এতদ্ব্যতীত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, পানি শোধনাগার, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (ETP) স্থাপন করা হবে।

জমির তফসিল-০১

জেলা-চট্টগ্রাম, উপজেলা-চন্দনাইশ, মৌজা-দিয়াকুল, জেএল নং-৪৫

বিএস খতিয়ান নং-১০৭, ১৪৮, ২৫১, ২৬০, ৩১৩, ৩৬০, ৪৩৫, ৬১৩, ৬৯৭, ৮৪৯

নামজারী খতিয়ান নং-১২৩৬, ১২৩৭, ১২৩৮, ১২৩৯, ১২৪০ ও ১২৬৮।

বিএস দাগ নং-২৬, ২৭, ২৯, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৫০, ৫২, ৫৪, ৫৮, ৬০, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৮০, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৯১, ৯৩, ৯৫, ৯৬, ৯৮, ১০০, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৭, ১০৯, ১১০, ১১২, ১০০১, ১০০২, ১০০৩, ১০০৪, ১০০৫, ১০০৬, ১০০৭, ১০০৮, ১০১০, ১০১১, ১০১২, ১০১৩, ১০১৫, ১০২৫, ১০২৬, ১০২৮, ১০২৯, ১০৩১, ১০৪০, ১০৪১, ১০৪২, ১০৪৪, ১০৪৫, ১০৪৬, ১০৪৭, ১০৪৮, ১০৪৯, ১০৫০, ১০৫১, ১০৫২, ১০৫৩, ১০৫৪, ১০৫৫, ১০৫৯, ১০৬০, ১০৬১, ১০৬২, ১০৬৩, ১০৬৪, ১০৭০, ১০৭১, ১০৭২, ১০৭৩, ১০৮৩, ১০৮৫, ১২০৮, ১২০৯, ১২১১, ১২১৩, ১২১৪, ১২১৫, ১২২১, ১২২২, ১২২৮, ১২৩৪, ১২৪১, ১২৪২, ১২৪৩, ১২৪৪, ১২৪৫, ১২৪৬, ১২৭৬, ১৩০৪, ১৩১২, ১৩২৪, ১৩২৬ ও ১৩২৭ এ মোট জমির পরিমাণ ১১২.১১৩৮ (একশত বার দশমিক এক এক তিন আট) একর।

দলিল নং-৭১৯/১৩, ৭২০/১৩, ৭২১/১৩, ৭২২/১৩, ৭২৩/১৩, ৫৯২/১৪, ৫৯৬/১৪, ১২১৭/১৪, ১২১৮/১৪, ১২১৯/১৪, ১২২০/১৪ ও ১২২৫/১৪।

চৌহদ্দি : উত্তরে : সরকারি খাল ও বন বিভাগের জমি, দক্ষিণে : বিএস-১০৬৯, ১০৬৫, ১২৩৮, ১২৭৭, ১২৭৮, ১২৭৯ নং দাগের জমি এবং বিএস-১০৭৩, ১০৮৩, ১৩২৭ নং দাগের অবশিষ্ট জমি। পূর্বে : বিএস-১০৮৭ নং দাগের জমি এবং বিএস-৯১, ১০৯, ১১২, ১০৬৩, ১০৮৫ নং দাগের অবশিষ্ট জমি। পশ্চিমে : বিএস-২৪, ২৫, ২৮, ৩৬, ১২৩২, ১২৩৬, ১২৩৭, ১২৪০ নং দাগের জমি এবং বিএস-৩৪, ৪৬, ১০০১ নং দাগের অবশিষ্ট জমি ও হাতিয়াখোলা মৌজার জমি।

ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান
সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ৩০ কার্তিক ১৪২৫/১৪ নভেম্বর ২০১৮

নং ০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০০৬.২০১৬-৫৪৬—যেহেতু, জনাব কাজী নজরুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর-৭৫৮৭), সহকারী প্রকল্প সমন্বয়ক (উপসচিব), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা বিগত ১১-১০-২০০৯ হতে ০৭-০২-২০১২ তারিখ পর্যন্ত যুগ্ম-নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা হিসেবে কর্মকালে ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ কর্তৃক মাল্টিলেভেল মার্কেটিং (এমএলএম) পদ্ধতিতে কমিশন প্রদানের ভিত্তিতে সদস্য ও আমানত সংগ্রহের কার্যক্রম সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় ২০ (বিশ) টি শাখা খোলা এবং সভ্য নির্বাচনী ও কর্ম এলাকা সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী বৃদ্ধি সংক্রান্ত উপ-আইন সংশোধনের জন্য অসৎ উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধকের অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে ৮.৫০ লক্ষাধিক সাধারণ বিনিয়োগকারীদের প্রায় ১৯০১,১৬,২৫,০০০ (এক হাজার নয়শত এক কোটি ষোল লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা ক্ষতিগ্রস্ত করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতিপরায়ণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কারণ দর্শাতে বলা হয়;

যেহেতু, তিনি ০৮-০১-২০১৭ তারিখে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ অস্বীকার করে লিখিত জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে ১৯-০২-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানি শেষে প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনা করা হয় এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গুরুদণ্ড আরোপের মত পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকায় মোসাম্মৎ হামিদা বেগম (পরিচিতি নম্বর-৫৪৭২) অতিরিক্ত সচিব, বাজেট ব্যবস্থাপনা অধিশাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে ০৮-১০-২০১৮ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, জনাব কাজী নজরুল ইসলাম-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" ও "দুর্নীতিপরায়ণ (Corrupt)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় নি; এবং

যেহেতু, প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতিপরায়ণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় এ বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব কাজী নজরুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর-৭৫৮৭), প্রাক্তন যুগ্ম-নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা বর্তমানে সহকারী প্রকল্প সমন্বয়ক (উপসচিব), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা- কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতিপরায়ণ" এর অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার ৭(৮) বিধি মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ০১ অগ্রহায়ণ ১৪২৫/১৫ নভেম্বর ২০১৮

নং ০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০০৬.২০১৭-৫৫১—যেহেতু, জনাব মোঃ আশরাফুল কবীর (পরিচিতি নম্বর-৫৩৬৮), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর অনুকূলে যুক্তরাষ্ট্রের লসএঞ্জেলসে অবস্থিত "Dhaka Pacific Corporation" নামক প্রতিষ্ঠানে "Human Resource Specialist" পদে চাকুরি করার লক্ষ্যে ২ (দুই) বছর লিয়েন মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জুরকৃত লিয়েনের মেয়াদ শেষ হওয়ায় পরবর্তীতে ০১-১১-১২ থেকে ৩১-১০-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ৩ (তিন) বছর লিয়েনের মেয়াদ বর্ধিত করার জন্য তিনি আবেদন করেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে আবেদনটি বিবেচিত হয়নি মর্মে তাকে অবহিত করা হলে তিনি লিয়েন থেকে প্রত্যাবর্তন করে ২৬-১১-২০১২ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন এবং যোগদানপত্র পৃষ্ঠাঙ্কন করা হয়। পরবর্তীতে তাকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে সংযুক্তিতে পদায়ন করা হয়। তিনি বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে ১৫-০২-২০১৩ হতে ২৭-০৩-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ০৪ বছর ০১ মাস ১৩ দিন বিদেশে অবস্থান করেন; যা কর্তৃপক্ষের আইনসংগত আদেশ অমান্য করা ও কর্তব্যে অবহেলার সামিল। উক্ত অপরাধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১২-০৬-২০১৭ তারিখের ০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০০৬.২০১৭-২৭৭নং স্মারকে তাকে প্রথম কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ আশরাফুল কবীর ১০-০৭-২০১৭ তারিখে প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব দাখিল করেন। তবে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যক্তিগত শুনানিতে আগ্রহী নন মর্মে উল্লেখ করেন। তার জবাব, দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় গুরুদণ্ড আরোপের জন্য মামলা চলার মত পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকায় জনাব মোঃ লাইসুর রহমান (পরিচিতি নম্বর-৫৩৮৫), যুগ্মসচিব (সওব্য-২ অধিশাখা), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে ০৩-১০-২০১৭ তারিখে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আশরাফুল কবীর-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, জনাব মোঃ আশরাফুল কবীর-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় তদন্ত প্রতিবেদন, সার্বিক বিষয় ও অভিযোগের গুরুত্ব পর্যালোচনা করে তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(খ) বিধি অনুসারে "বাধ্যতামূলক অবসর" প্রদান করার গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং বিধি ৭(৯) অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের ২৮-০৩-২০১৮ তারিখের ০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০০৬.২০১৭-১৫০ নং স্মারকে তাকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ আশরাফুল কবীর ২৩-০৪-২০১৮ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করলে তা পর্যালোচনা করে তাকে সরকারি চাকুরি হতে "বাধ্যতামূলক অবসর" প্রদানের প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত রেখে The Bangladesh Public Service Commission (Consulation) Regulations, 1979 এর ৬ নং রেগুলেশন মোতাবেক গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাবসহ প্রাসঙ্গিক সকল কাগজপত্র প্রেরণ করে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব মোঃ আশরাফুল কবীর-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(খ) বিধি অনুসারে সরকারি চাকুরি হতে "বাধ্যতামূলক অবসর" প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ আশরাফুল কবীর-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত এ বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রস্তাবিত দণ্ডের সাথে একমত পোষণ করায় একই বিধিমালার ৪(৩)(খ) বিধিমতে গুরুদণ্ড হিসেবে তাকে পলায়নের তারিখ হতে অর্থাৎ ১০-০২-২০১৩ তারিখ থেকে সরকারি চাকুরি হতে "বাধ্যতামূলক অবসর" প্রদানের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

সেহেতু, জনাব মোঃ আশরাফুল কবীর, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(খ) বিধিমতে গুরুদণ্ড হিসেবে তাকে পলায়নের তারিখ হতে অর্থাৎ ১০-০২-২০১৩ তারিখ থেকে সরকারি চাকুরি হতে "বাধ্যতামূলক অবসর" প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফয়েজ আহম্মদ
সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অধিশাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ ডিসেম্বর ২০১৮

নং ৫৩.০০.০০০০.৪৩২.১৪.০০৩.১৭-১৮২—সৌদি বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (সাবিনকো) এর মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের ৪৩, ৪৪ ও ৪৫ নং অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী জনাব মনোয়ার আহমেদ, ভারপ্রাপ্ত সচিব অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-কে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত উক্ত কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুর্শেদা জামান
উপসচিব।

অর্থ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১২ অগ্রহায়ণ ১৪২৫/২৬ নভেম্বর ২০১৮

নং ০৭.০০.০০০০.০৮২.২৭.০০৭.১৭-৬০৬—যেহেতু, জনাব মোঃ জাকির হোসেন (পরিচিতি নম্বর-০০১-০০১-৩৪৯), প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ঢাকা। বর্তমানে যুগ্ম অর্থ নিয়ন্ত্রক (আর্মি) কে সিএজি কার্যালয়ের ২০ নভেম্বর ২০১৬ তারিখের সিএজি/জিবি-১/মুনা-২৭৪(৮৩) পার্ট-৩০/২৮০ নম্বর স্মারকমূলে বাংলাদেশ ভিসা অফিস, আগরতলা, ভারতে ১৬ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত এবং সৌদি আরবের রিয়াদস্থ বাংলাদেশ মিশন (সোনালী ব্যাংক) এ ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মিশন অডিট পার্টি নং-১৯/২০১৬-২০১৭ এর দলনেতা হিসাবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়। তিনি নিরীক্ষা দলনেতা হিসাবে গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ রাতে রিয়াদ পৌঁছালেও নিরীক্ষা কর্মস্থল সোনালী ব্যাংক (রিয়াদ মিশন) এর ১৩ (তেরো) কর্মদিবসের মধ্যে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ এবং ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ মোট ১১ (এগারো) কর্মদিবস দায়িত্ব পালন না করে অফিস আদেশের ব্যত্যয় ঘটিয়ে নিরীক্ষা কার্যক্রমে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত ছিলেন, যা সরকারি কাজে চরম অবহেলার সামিল। সঙ্গত কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ২(এফ) বিধি অনুসারে "অসদাচরণের (Misconduct)" এর দায়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২৫-০২-২০১৮ তারিখ জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করেন এবং ২১-০৬-২০১৮ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানিকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জানান যে, এ অনুপস্থিতির কারণ হিসেবে তিনি তার তৎকালীন মানসিক অবস্থা এবং ধর্মীয় অনুভূতি-তাড়িত হয়ে মক্কায় ওমরাহ পালন এবং মক্কা ও মদীনায় বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে গমন ও অবস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। অভিযোগনামায় উল্লিখিত মিশন অডিটকালীন সোনালী ব্যাংক (রিয়াদ মিশন) এর এজিএম এবং এসিস্ট্যান্ট এর সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, তখন তিনি মানসিকভাবে অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় থাকায় পরিস্থিতি সামলাতে ব্যর্থ হয়, Temperment Loose করে উক্ত আচরণ করেন। উল্লিখিত মিশন অডিটকালীন অননুমোদিত অনুপস্থিতির বিষয়ে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। তিনি দাখিলকৃত তাঁর লিখিত জবাব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত প্রতিবেদন, বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট নথি ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। তিনি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর দায়ে দোষী। এ জন্য তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য।

সেহেতু, মোঃ জাকির হোসেন (পরিচিতি নম্বর-০০১-০০১-৩৪৯), প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ঢাকা বর্তমানে যুগ্ম অর্থ নিয়ন্ত্রক (আর্মি) সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে আনীত এবং প্রমাণিত "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার ৭(২)(বি) বিধির [বর্তমানে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮] অনুসরণক্রমে ৪(২)(এ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে তিরস্কার (Censure) সূচক লঘুদন্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আব্দুর রউফ তালুকদার
সচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

বিশেষ আদেশ

তারিখ : ২৫ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ

নং ৩৬১/২০১৮/কাস্টমস/৬৩৯—

বিষয় : **কাস্টম হাউস, পানগাঁও এর আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম ও রাজস্ব আদায়ে গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপিত Inland Water Container Terminal (IWCT) এ নির্ধারিত তালিকার অতিরিক্ত সকল প্রকার আমদানিতব্য পণ্য এর সাথে Raw Cotton এর কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এবং আনস্টাফিং এর অনুমোদন প্রদান।**

সূত্র : ১। সামিট এ্যালায়েন্স পোর্ট লিঃ এর ২২-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের পত্র;

২। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর বিশেষ আদেশ নং-১৪৭/ ২০১৮/কাস্টমস/১৫০, তারিখ: ১০-০৪-২০১৮;

৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর বিশেষ আদেশ নং-১৮৯/ ২০১৭/কাস্টমস/৪৭৩, তারিখ: ২৯-১০-২০১৭;

৪। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর পত্র নং-৩(১৮) শুল্ক : রপ্তানি ও বন্ড/২০০৮/৬৯, তারিখ : ০৪-০২-২০১৬।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। সূত্রোক্ত পত্রসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনান্তে, The Customs Act, 1969 এর Section-13(2)(b) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Summit Alliance Port Ltd. কর্তৃক মুন্সীগঞ্জের মুক্তারপুরে স্থাপিত Inland Water Container Terminal (IWCT) এ নির্ধারিত তালিকার অতিরিক্ত সকল প্রকার আমদানিতব্য পণ্য এর সাথে Raw Cotton এর কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এবং আনস্টাফিং এর অনুমতি প্রদানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সম্মতি জ্ঞাপন করছে।

০৩। এক্ষেত্রে অন্য কোন আইনে বিধি-নিষেধ থাকিলে প্রযোজ্য আইনের শর্তাবলী পরিপালন করতে হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

ফরিদা ইয়াসমীন
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস রপ্তানি ও বন্ড)।

[শুল্ক]

আদেশ

তারিখ : ০৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২০ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৬০/২০১৮/শুল্ক/৬৪৩—The Customs Act, 1969 (Act-IV of 1969) এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকায় স্থাপিত মেসার্স ফু-ওয়াং বোলিং সার্ভিসেস লিমিটেড নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণীর (বন্ড লাইসেন্স নং-১৪৭০/কাস-এসবিডব্লিউ/২০১৩, তাং ১৬-০১-১৩) অনুকূলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নিম্নে বর্ণিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করা হলো:

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	আমদানি প্রাপ্যতা (মার্কিন ডলার)
০১.	সিগারেট, সিগার ও টোব্যাকো	৭৪,৭৫৯.৩৫
০২.	লিকার ও অন্যান্য ড্রিংকস (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে)	৬৭,৫৬৯.৬২
০৩.	কসমেটিক্স ও টয়লেট্রিজ সামগ্রী	০০.০০
০৪.	কনফেকশনারী, ইলেক্ট্রনিক্স, গিফট আইটেম, জুয়েলারী ও নন অ্যালকোহলিক বেভারেজ	৫,৯২৯.১৭
	সর্বমোট =	১,৪৮,২৫৮.১৪

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

সুলতান মোঃ ইকবাল
সদস্য (শুল্ক : রপ্তানি, বন্ড ও আইটি)।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

আদেশাবলী

তারিখ : ১৭ কার্তিক ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/০১ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ

নং আর-৬/৭এন-৪৬/২০১৮-৪৯১—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে গাজীপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ মকবুল হোসেন (কাজল), পিতা : মরহুম মোঃ জয়নাল আবেদীন-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল:

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ : ২৯ কার্তিক ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/১৩ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ

নং আর-৬/৭এন-৫৬/২০১৮-৫২০—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মিজানুর রহমান, পিতা : মরহুম মনছুর আহম্মেদ-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল:

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-৫৫/২০১৮-৫২১—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মার্টিন ফলিয়া, পিতা: মৃত নিত্যানন্দ ফলিয়া-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল:

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-৫৫/২০১৮-৫২৩—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে খাগড়াছড়ি জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব আবদুল মমিন, পিতা : আলী আহম্মদ-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল:

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহেল আহমেদ
উপসচিব (প্রশাসন-২)।

বিচার শাখা-৭

আদেশাবলি

তারিখ : ১১ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ

নং বিচার-৭/২এম-৩৯/৯৪(অংশ)-৬৪০—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোঃ আবদুল কাইয়ুম, পিতা-মোঃ আবদুল বাকী, মাতা-সুরমা বেগম, গ্রাম-লক্ষীনারায়নপুর, ০৩ নং ওয়ার্ড, নোয়াখালী পৌরসভা, ডাকঘর-নোয়াখালী-৩৮০০, উপজেলা-নোয়াখালী সদর, জেলা-নোয়াখালী এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নোয়াখালী জেলার সদর পৌরসভার ০৩ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

০২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

০৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবে বা উপযুক্ত কারণ সাপেক্ষে বাতিল/স্থগিত করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ : ১২ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ

নং বিচার-৭/২এন-১৩১/৮৬(অংশ)-৬৪৮—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে মুহাম্মদ রুহুল আমিন, পিতা-মুহাম্মদ বজলুর রহমান, মাতা- মোসাঃ আনোয়ারা বেগম, গ্রাম-সাইচাপাড়া, ডাকঘর-গঙ্গামন্ডল, উপজেলা- দেবিদ্বার, জেলা-কুমিল্লা এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার উপজেলার ০৬ নং ফতেহাবাদ ইউনিয়নের ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

০২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

০৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ : ১৩ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ

নং বিচার-৭/২এন-৮১/৮৩(অংশ)-৬৪৯—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে সৈয়দ শামসুদ্দোহা, পিতা-সৈয়দ ওবায়দুল্লা, মাতা-মৃত সাজেদা খাতুন, গ্রাম-কাইতলা, ডাকঘর-কাইতলা, উপজেলা-নবীনগর, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার নবীনগর উপজেলার ০৮ নং কাইতলা ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

০২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

০৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২এন-১৭/২০০২(অংশ)-৬৫০—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোঃ মোকলেছুর রহমান, পিতা-এছার উদ্দিন মোল্লা, মাতা-মোসাঃ রাজিয়া খাতুন, গ্রাম-চকমুশা, ডাকঘর-বি-আমতলী, উপজেলা-চিরিরবন্দর, জেলা-দিনাজপুর এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলার ১০ নং পুনট্রি ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

০২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

০৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২এন-১০/১৩-৬৬২—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে আমিনুল ইসলাম, পিতা-আব্দুছ ছোবহান, মাতা-জয়ফুল বেগম, গ্রাম-রাজারগাঁও, ডাকঘর-ছাতক, উপজেলা-ছাতক, জেলা-সুনামগঞ্জ এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার ০২ নং নোয়ারাই ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

০২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

০৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২এন-১৬/৯৯-৬৬৬—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব সোলায়মান হোসেন, পিতা-মোঃ আব্দুল বারী, মাতা-সুফিয়া খাতুন, গ্রাম-মাষ্টিয়া, ডাকঘর-কাশিনাথপুর, উপজেলা-বেড়া, জেলা-পাবনা এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার ০৬ নং জাতসাখিনী ইউনিয়নের ১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

০২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

০৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২এন-১৬/৯৯-৬৬৭—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মাহমুদুল হাসান, পিতা- মোঃ ইমরান শহিদ মিয়া, মাতা-শামসুন্নাহার বেগম, গ্রাম-নয়াবাড়ী, ডাকঘর-কাশিনাথপুর, উপজেলা-বেড়া, জেলা-পাবনা এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার ০৬ নং জাতসাখিনী ইউনিয়নের ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

০২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

০৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২এন-৪৬/৭৬(অংশ)-৬৬৮—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে মোঃ ইকবাল হোসেন, পিতা-মোঃ তফাজ্জল হোসেন, মাতা-হাছিনা বেগম, গ্রাম-কৈয়ারধারী, ডাকঘর-উনকোট, উপজেলা-চৌদ্দগ্রাম, জেলা-কুমিল্লা এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার ০৫ নং শুভপুর ইউনিয়নের ১, ২, ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

০২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

০৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বুলবুল আহমেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

কৃষি মন্ত্রণালয়
উপকরণ-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৫/০২ ডিসেম্বর ২০১৮

নং ১২.০০.০০০০.০২৭.১৮.০১০.১৮-৪৬১—"বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮" (২০১৮ সনের ৩৫ নং আইন) এর ৬ ধারা মোতাবেক বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর নিম্নরূপ পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা হলো :

সভাপতি

০১ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

সদস্যবৃন্দ

০২ নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর

০৩ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

০৪ নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

০৫ মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

০৬ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

০৭ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

০৮ যুগ্মসচিব (উপকরণ), কৃষি মন্ত্রণালয়

০৯ জনাব কবিরুল ইজদানী খান, যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

১০ জনাব মোঃ মাহবুবুল বাশার, সদস্য (সমিতি ব্যবস্থাপনা), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

১১ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর ৫(পাঁচ) জন পরিচালক

সদস্য-সচিব

১২ সচিব, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ তোফাজ্জল হোসেন
উপসচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
পর্যটন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ

নং ৩০.০১৫.০১১.০০.০০.০০১.২০০১-৩৭২—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন-কে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব হতে অব্যাহতি প্রদান করে এ মন্ত্রনালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও পর্যটন) জনাব মোঃ ইমরান-কে বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করলেন।

০২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি বিধি মোতাবেক উক্ত পদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

০৩। এই আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

অঞ্জনা খান মজলিশ
উপসচিব।

তথ্য মন্ত্রণালয়
বেতার-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৫/২০ নভেম্বর ২০১৮

নং ১৫.০০.০০০০.০২১.১৮.৮৪৮.১২.৫০১—যেহেতু, বেগম পারভীন আক্তার, উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-২, বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকায় উপ-স্টেশন প্রকৌশল পদে কর্মরত ছিলেন;

যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী জাপানে অবস্থানরত তার স্বামীর সাথে সাক্ষাৎ এবং জাপানের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের জন্য তাকে ০৬-০২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ অথবা প্রকৃত যাত্রার তারিখ হতে ৩ মাসের বহিঃবাংলাদেশ অর্জিত ছুটি মঞ্জুরসহ জাপান ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করা হয় এবং তার আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ বেতারের ০৯-০৩-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের আদেশে তাকে ১৩-০৩-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত উক্ত ৩ মাস বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি ভোগের নিমিত্ত দায়িত্ব হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়;

যেহেতু, উক্ত ছুটি ভোগ শেষে ১৩-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তার কর্মস্থলে যোগদানের কথা থাকলেও তিনি নির্ধারিত সময়ে নিজ কর্মস্থলে যোগদান না করে পুনরায় ১৩-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২-০৪-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ছুটি মঞ্জুরীর আবেদন করেন। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ বেতারের ২২-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের পত্রে তাকে পত্র প্রাপ্তির ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশসহ কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কর্মস্থলে যোগদান না করে কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবসহ ১৩-০৬-২০১৬ খ্রিঃ থেকে ১২-০৪-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং ৪ মাসের অর্জিত ছুটি মঞ্জুরির জন্য আবেদন করেন এবং তার প্রার্থিত ছুটি মঞ্জুর না হওয়ায় বাংলাদেশ বেতারের ০৪-০১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখের পত্রে তাকে পত্র প্রাপ্তির ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশসহ পুনরায় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি ১৩-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ হতে বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা-১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধিমতে অসদাচরণ (Misconduct) ও বিনা অনুমতিতে কর্মস্থল ত্যাগের (Desertion) অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নং ৮৪৮/১৭ রুজু করে অভিযোগনামা এবং অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, একই বিধিমালার ৭(৩) বিধানমতে অভিযোগসমূহ তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব(তগ) জনাব এস এম মাহফুজুল হককে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তিনি ০১-০১-২০১৮ তারিখে কর্মস্থলে যোগদানপত্র দাখিল করেন এবং তদন্ত কর্মকর্তার নিকট লিখিত জবাব দাখিল করেন;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, গত ১১-১১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তিনি ব্যক্তিগত শুনানীতে উপস্থিত হয়ে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীতে তিনি জানান, বিদেশে অবস্থানকালীন সময়ে অন্তঃসত্ত্বা হন এবং জরায়ুতে টিউমার রোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ায় যথাসময়ে কর্মস্থলে যোগদান করতে পারেননি, এ সময়ে তিনি মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং অর্জিত ছুটি মঞ্জুরির জন্য বাংলাদেশ বেতার বরাবর আবেদন করেছিলেন;

সেহেতু, বিসিএস (তথ্য) ক্যাডারের বাংলাদেশ বেতারের প্রকৌশল বিভাগের কর্মকর্তা, উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-২, বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকার উপ-স্টেশন প্রকৌশলী বেগম পারভীন আক্তার এর অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, তদন্ত প্রতিবেদন, ব্যক্তিগত শুনানী ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনা করে সার্বিক বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা-২০১৮ এর ৭(৮) বিধান অনুসারে তাকে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নং-৮৪৮/১৭ এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। তাকে সময়ের দিকে দৃষ্টি রেখে ভবিষ্যতে ছুটি ভোগ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হলো। বেগম পারভীন আক্তার এর কর্মস্থলে যোগদান ০১-০১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ থেকে গৃহীত হলো। তার যোগদান পূর্ববর্তী অনুপস্থিতকালীন সময়ের মধ্যে ৬ (ছয়) মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং বাকী সময় ছুটি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে পূর্ণ গড় বেতন/অর্ধ গড় বেতনে অর্জিত ছুটি হিসেবে গণ্য হবে।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুল মালেক
সচিব।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

আদেশ

তারিখ : ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২৮ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ১৪.০০.০০০০.০০৬.২৭.০৩১.১৮.২২৫—যেহেতু কাজী আসাদুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও গবেষণা), ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা অতিরিক্ত দায়িত্বে ডাক অধিদপ্তরের "বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীনস্থ জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের সংস্কার/পুনর্বাসন (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং

যেহেতু সরকার কর্তৃক অনুমোদিত আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী ১০(দশ) কোটি পর্যন্ত ভৌত কাজের আর্থিক ক্ষমতা "জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের সংস্কার/পুনর্বাসন (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে তার উপর ন্যস্ত ছিল, অর্থাৎ ১০ (দশ) কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সংবলিত যে কোন ভৌত কাজের দাপ্তরিক প্রাক্কলন ব্যয় (Official Cost Estimate) অনুমোদনের ক্ষমতা তার উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি প্রকল্প পরিচালক হিসেবে বর্ণিত প্রকল্পের Procuring Entity ছিলেন। প্রাক্কলনগুলো তার অনুমোদনের পর সীলগালাকৃত খামে সংরক্ষণের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত ছিল। গত ০৭-০৩-২০১৮ খ্রি. তারিখে তিনি ১৫টি কাজের পদপত্র e-GP সিস্টেমে প্রকাশ করেছিলেন। গত ২৮-০৩-২০১৮ খ্রি. তারিখে দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি কর্তৃক দরপত্র উন্মোচনের পরে পরিলক্ষিত হয় যে, ০৫ (পাঁচ) টি আইডির দরপত্রের দরদাতা মীর আবুল কালাম প্রদত্ত দর দাপ্তরিক প্রাক্কলন ব্যয়ের হুবহু ১০% নিম্ন দরে দর প্রস্তাব করা হয়েছে এবং

যেহেতু তিনি e-GP সিস্টেমে দাপ্তরিক প্রাক্কলন ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং একজন দরদাতা (মীর আবুল কালাম) ০৫ (পাঁচ) টি দরপত্রে হুবহু ১০% নিম্ন দর দাখিল করেছেন এবং

যেহেতু সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, কাজী আসাদুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও গবেষণা) বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত) ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা, অতিরিক্ত দায়িত্বে প্রকল্প পরিচালক, "জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের সংস্কার/পুনর্বাসন (২য় পর্যায়)" প্রকল্প, ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে ০৩-০৬-২০১৮ তারিখে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধির অপরাধের জন্য অভিযোগ গঠন করে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি ১০-০৬-২০১৮ তারিখে জবাব লিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন এবং

যেহেতু অভিযোগের সারসংক্ষেপ হলো-৫টি দরপত্রের দাপ্তরিক প্রাক্কলন ব্যয়ের তথ্য সর্বনিম্ন দরদাতা মীর আবুল কালামকে তিনি পারস্পরিক যোগসাজস করে অনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য দিয়েছেন এবং মীর আবুল কালাম ৫টি দরপত্রে হুবহু দাপ্তরিক প্রাক্কলনের ১০% নিম্নদর হিসাবে দশমিক পর্যন্ত সংখ্যা উল্লেখপূর্বক দর দাখিল করেছেন এবং

যেহেতু তিনি কারণ দর্শানোর জবাবে অভিযোগ অস্বীকার করে নিজেকে নির্দোষ দাবী করেছেন। তিনি ব্যক্তিগত শুনানীতেও নিজেকে নির্দোষ দাবী করেছেন। তখন ২৬-০৯-২০১৮ তারিখে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মুহিবুর রহমানকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা ২২-১০-২০১৮ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। এই তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর তাকে (তদন্ত কর্মকর্তা) পুনরায় তদন্ত প্রতিবেদন দিতে অনুরোধ করা হয়। জনাব মুহিবুর পুনরায় ০৮-১১-২০১৮ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং

যেহেতু উভয় প্রতিবেদনেই তদন্তকারী কর্মকর্তা যে মতামত প্রদান করেন তাতে একইরূপ মতামত এসেছে। তবে সর্বশেষ প্রতিবেদনে তার মতামত হলো-"e-GP সিস্টেমে যে দাপ্তরিক প্রাক্কলন ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে ৫ (পাঁচ) টি আইডির দাপ্তরিক প্রাক্কলন ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য ফাঁসে প্রত্যক্ষভাবে ও অসদুদ্দেশ্যে জড়িত থাকার বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ না হলেও প্রকল্প পরিচালক হিসেবে গোপনীয় তথ্য, যা অফিসিয়ালি তিনি ছাড়া আর কেউ জানার কথা নয়, ফাঁসের দায় সম্পূর্ণই কাজী আসাদুল ইসলামের" এবং

যেহেতু তদন্তকারী কর্মকর্তার উক্তরূপ মতামতের কারণ হলো, দাপ্তরিক প্রাক্কলন প্রকল্প কর্মকর্তা হিসেবে তিনি এটি সীলগালা করে তার কাছে নিরাপত্তার সাথে সংরক্ষণ করবেন। অন্য কেউ জানার কোন সুযোগ নেই। অভিযুক্ত কর্মকর্তা এ বিষয়ে যে সকল বক্তব্য তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট কিংবা সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এর নিকট উপস্থাপন করেছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। এ ক্ষেত্রে দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করে যে কোন কারণেই হোক তার তথ্য মীর আবুল কালামকে দিয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয়। এটার একটি কারণ হলো তদন্তে প্রকাশ মীর আবুল কালাম ও অভিযুক্ত কাজী আসাদুল ইসলাম পরস্পর একই এলাকার অধিবাসী এবং পরিচিত। মীর আবুল কালাম যদি দশমিক পর্যন্ত সংখ্যা হুবহু ১০% নিম্নদর হিসেবে উল্লেখ না করতো, তবে তাদের এ ধরনের তথ্য আদান প্রদানের বিষয়টি স্পষ্ট হতো না।

সেহেতু সামগ্রিক বিবেচনায় এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কাজী আসাদুল ইসলামই মীর আবুল কালামকে দাপ্তরিক প্রাক্কলন দর/ব্যয়ের তথ্য প্রদান করে টেন্ডারে সহযোগিতা করেছেন এবং এ কাজ করে অফিসের স্বাভাবিক শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধি ভঙ্গ করেছেন। তাই তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধির অসদাচরণ এর শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন মর্মে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হলো এবং কিছুটা নমনীয়ভাব প্রদর্শন করে তাকে লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হলো।

এক্ষণে, কাজী আসাদুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও গবেষণা), ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা অতিরিক্ত দায়িত্বে ডাক অধিদপ্তরের "বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীনস্থ জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের সংস্কার/পুনর্বাসন (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী "দুইটি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি" অক্রমবর্ধিষ্ণু হারে স্থগিত রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। তাঁর সাময়িক বরখাস্তের আদেশ এই শাস্তি আদেশের মাধ্যমে প্রত্যাহার করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

শ্যাম সুন্দর সিকদার
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৯ কার্তিক ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/১৩ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০২.০৪১.১৭-৮১৩—ঢাকা জেলার মিরপুর মডেল থানার মামলা নং-৬০, তারিখ: ২৪-০৫-২০১৬-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত পাসপোর্ট ও অন্যান্য জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা পাসপোর্ট পাচার ও রাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে পাসপোর্ট নিজ দখলে রাখার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে মামলাটি পাসপোর্ট অপরাধ আইন, ১৯৫২ এর ৩(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০২.০৪১.১৭-৮১৪—টাঙ্গাইল জেলার সদর থানার মামলা নং-২৯, তারিখ : ১৬-০৪-২০১৮ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকার জিহাদী বই, ল্যাপটপ ও অন্যান্য জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা পরস্পর যোগসাজসে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করা অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে মামলাটি সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৩.১৮-৮১৫—ঢাকা জেলার মতিঝিল থানার মামলা নং-০২, তারিখ: ০১-০৮-২০১৬-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি ও অন্যান্য জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্য প্রদান করে জাতীয় পরিচয়পত্র এবং পাসপোর্ট তৈরি করার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে মামলাটি পাসপোর্ট অপরাধ আইন, ১৯৫২ এর ৩(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৩.১৮-৮১৬—ঢাকা জেলার শাহবাগ থানার মামলা নং-০৩(১১)১৫-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত হাতঘড়ি, পেনড্রাইভ, আংটি, চশমা ও অন্যান্য জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা ভিকটিমকে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে মামলাটি সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৩.১৮-৮১৭—ঢাকা জেলার শেরেবাংলা নগর থানার মামলা নং-৩৯(০৭)১৮ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকার জিহাদী বই, চাপাতি, ব্যাগ ও অন্যান্য জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনের সদস্য হয়ে সংগঠনকে সমর্থন, সহায়তা ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে মামলাটি সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৩.১৮-৮১৮—ঢাকা জেলার ডেমরা থানার মামলা নং-০৪(০৮)১৭-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত মোবাইল ফোন, ব্যাটারি ও অন্যান্য জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা জেএমবির সদস্যপদ গ্রহণ করে উক্ত সংগঠনের আদর্শ ও সত্তাকে সমর্থন, প্রচার ও নির্দেশনা প্রদানপূর্বক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার পরিকল্পনায় লিপ্ত থাকার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে মামলাটি সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তাহমিনা বেগম
উপসচিব।

পুলিশ শাখা-২

আদেশ

তারিখ : ০১ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/১৫ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৫.০১.০০৮.১৪-৭৬৫—নির্দেশিত হয়ে বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন পুলিশ হাসপাতালে কর্মরত সিনিয়র স্টাফ নার্স পদের বেতন স্কেল গ্রেড ১১ হতে (জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী ১২৫০০–৩০২৩০) গ্রেড-১০ এ (জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী ১৬০০০–৩৮৬৪০) নিম্নোক্তভাবে ও শর্তে উন্নীতকরণে সরকারি মঞ্জুরী জ্ঞাপন করছি :

ক্রঃ নং	পদের নাম	বিদ্যমান বেতন গ্রেড (জাঃবেঃস্কেঃ ২০১৫)	বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক নির্ধারণকৃত উন্নীত বেতন গ্রেড (জাঃবেঃস্কেঃ ২০১৫)	নিয়োগ যোগ্যতার শর্ত/ভিত্তি
১	২	৩	৪	৫
১	সিনিয়র স্টাফ নার্স	টাঃ ১২৫০০–৩০২৩০ (গ্রেড-১১)	টাঃ ১৬০০০–৩৮৬৪০ (গ্রেড-১০)	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নার্সিং এ স্নাতক ডিগ্রী অথবা কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে ডিপ্লোমা-ইন-নার্সিং বা ডিপ্লোমা-ইন-নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি সার্টিফিকেট এবং বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক নিবন্ধিত। **পদোন্নতির ক্ষেত্রে** : সহকারী নার্স পদে অন্যূন ৫(পাঁচ) বছরের চাকরি।

শর্তাবলি :

(ক) উপরের ছকের ৪ নং কলামে নির্ধারণকৃত বেতনগ্রেড ৫ নং কলামে প্রদর্শিত যোগ্যতা/অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কার্যকর হবে;

(খ) পুলিশ হাসপাতালের সিনিয়র স্টাফ নার্স পদের বেতনস্কেল ১০ম গ্রেডে উন্নীতকরণ হলে কর্মরত সিনিয়র স্টাফ নার্সদের ক্ষেত্রে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর হবেনা; নিয়োগ বিধিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং সেবা পরিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৬ এর সিনিয়র স্টাফ নার্সদের সরাসরি নিয়োগ যোগ্যতার অনুরূপ যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে আদেশ জারির তারিখ থেকে তা কার্যকর হবে;

(গ) আদেশ জারির তারিখ থেকে বেতন/ভাতা প্রাপ্য হবেন। কোন বকেয়া বেতন/ভাতা প্রাপ্য হবেন না;

(ঘ) এ বিষয়ে বিদ্যমান বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

ফারজানা জেসমিন
উপসচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১২ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২৬ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৩৩.২০১৮-৮৩৬—সাতক্ষীরা সদর থানার সাধারণ ডায়েরী নং-৮৫৭, তারিখ : ১৫-০৫-২০১৮ এ উল্লিখিত আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে মামলা রুজু/তদন্তের লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তাহমিনা বেগম
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
ঔষধ প্রশাসন-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৫/১৯ নভেম্বর ২০১৮

নং ৪৫.০০.০০০০.১৮২.০৬.০১১.০৮-২৫৯—ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল গাইডলাইন বাস্তবায়ন এবং দেশে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল প্রোটকল রিভিউ, ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সেন্টার/কন্ট্রাক্ট রিসার্চ অর্গানাইজেশন অনুমোদন, Good Clinical Practice Inspection এবং Detailed Study Findings বিষয়ে নিম্নোক্ত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে Clinical Trial Advisory Committee সংশোধনপূর্বক নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো :

আহবায়ক

০১. মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

০২. অধ্যাপক, রিউম্যাটোলজী বিভাগ, বিএসএমএমইউ, ঢাকা।

০৩. প্রফেসর, মেডিসিন বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

০৪. প্রফেসর, ফার্মেসী অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

০৫. প্রফেসর মেডিসিন বিভাগ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

০৬. উপাচার্য, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্স, ঢাকা।

০৭. পরিচালক, সেন্টার ফর ভ্যাকসিন সাইন্স, আইসিডিডিআরবি, ঢাকা।

০৮. পরিচালক (একাডেমিক), বারডেম, ঢাকা।

০৯. প্রফেসর ড. এম এ ফায়েজ, প্রাক্তন মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

১০. ডাঃ মোঃ হারুন-অর-রশীদ, এসিসটেন্ট চীফ (ফার্মাকোলজি), ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরি, মহাখালী, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

১১. সহকারী পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

২। কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল প্রোটকল/স্ট্যাডি প্রোটকল মূল্যায়নপূর্বক মতামত প্রদান।

(খ) Detailed Study Findings মূল্যায়নপূর্বক মতামত প্রদান।

(গ) Good Clinical Practice Inspection বিষয়ে মতামত প্রদান।

(ঘ) ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সেন্টার/কন্ট্রাক্ট রিসার্চ অর্গানাইজেশন বিষয়ে মতামত প্রদান।

(ঙ) ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সংক্রান্ত Severe Adverse Events/Severe Adverse Reaction (SAE/SAR) বিষয়ে মতামত প্রদান।

(চ) কমিটির কোন সদস্য ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত থাকলে সংশ্লিষ্ট ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল প্রোটকল/স্টাডি প্রোটকল বিষয়ে এবং উক্ত ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সেন্টারের বিষয়ে মতামত প্রদানে তিনি বিরত থাকবেন।

(ছ) প্রয়োজনে কমিটিতে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

৩। জনস্বার্থে এ কমিটি পুনর্গঠন করা হলো এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুল ওহাব খান
যুগ্মসচিব।

[একই তারিখ ও নম্বরে স্থলাভিষিক্ত]
প্রকল্প বাস্তবায়ন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ

নং ৪৫.০০.০০০০.১৭৩.০০২.০৫৮.১৮-৩২৭—কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১৮-র ধারা ৯(১) এর বিধান মোতাবেক নিম্নবর্ণিত ১৫ (পনের) সদস্য সমন্বয়ে পরবর্তী ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে (০৪-১১-২০১৮ থেকে ০৩-১১-২০২১ খ্রিঃ) ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হলো :

সভাপতি

(ক) প্রফেসর ডাঃ সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী

সহ সভাপতি

(খ) ডাঃ মাখদুমা নার্গিস

সদস্যবৃন্দ

(গ) সচিব, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ বা তৎকর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের ১ (এক) জন অতিরিক্ত সচিব।

(ঘ) সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ বা তৎকর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের ১ (এক) জন অতিরিক্ত সচিব।

(ঙ) সচিব, অর্থ বিভাগ বা তৎকর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের ১ (এক) জন অতিরিক্ত সচিব।

(চ) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ বা তৎকর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের ১ (এক) জন অতিরিক্ত সচিব।

(ছ) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

(জ) মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর।

(ঝ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড।

(ঞ) সভাপতি, ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার্স অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ।

(ট) সভাপতি, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি।

(ঠ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ৩ (তিন) জন বিশিষ্ট ব্যক্তি, যাহাদের মধ্যে অন্যূন ১ (এক) জন হইবেন মহিলা চিকিৎসক।

সদস্য-সচিব

(ড) ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে সরকার, যে কোনো মনোনীত সদস্যকে কোনোরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাহার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে উক্তরূপ কোনো সদস্য স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

০২। কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১৮-র ধারা ১০ এর বিধান মোতাবেক ট্রাস্টি বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :

(ক) কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামের মানুষকে নিরবচ্ছিন্ন সমন্বিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক, আর্থিক ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা;

(খ) তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ ও ব্যবহার;

(গ) ট্রাস্টের সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ;

(ঘ) গ্রামীণ জনগণের সমন্বিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি অথবা কার্যক্রমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ সামাজিক সংগঠনসমূহ, বেসরকারি সংস্থা এবং সমাজের বিত্তশালীদের সম্পৃক্তকরণ;

(ঙ) কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(চ) স্বাস্থ্যসেবায় জনগণের অংশগ্রহণ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করিবার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিকের আওতাভুক্ত এলাকাসমূহের জনগণের মধ্য হইতে মনোনীত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিউনিটি গ্রুপকে কার্যকর ও গতিশীলকরণ;

(ছ) কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনায় কমিউনিটি গ্রুপকে সহযোগিতা এবং গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টিসেবা নিশ্চিত করিবার জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মহিলা, পুরুষ, কিশোর অথবা কিশোরীসহ সমাজের সর্বস্তরের প্রতিনিধিত্বকারী প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে গঠিত কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপকে কার্যকর ও গতিশীলকরণ;

(জ) সমন্বিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার আওতা ও পরিধি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারণ;

(ঝ) ট্রাস্ট ও কমিউনিটি ক্লিনিকের সকল কার্যক্রমে ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহার, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, নিশ্চিতকরণ; এবং

(ঞ) সরকার এবং উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

নির্মাণ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ

নং ৪৫.০০.০০০.১৫৬.৯৯.০৭১.১৮-৬৮৪—স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের 'ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় নির্মিতব্য শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলাধীন ঘড়িসার ইউনিয়নের আটপাড়া গ্রামের কমিউনিটি ক্লিনিকের নাম "আটপাড়া জয়গুন নেছা কমিউনিটি ক্লিনিক" হিসেবে নামকরণ করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
উপসচিব।

সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১ অধিশাখা

পরিপত্র

তারিখ : ০৭ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ

বিষয় : **জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পেয়িং ও নন পেয়িং শয্যার হার নির্ধারণ।**

নং স্বাপকম/হাস-২/আবি-২/০৩(অংশ-১)-১১০৭—উপর্যুক্ত বিষয়ে অর্থ বিভাগের ২৬-০৯-২০১৮ তারিখের ০৭.০০.০০০০. ১৪৫.২৭.০০১.১৫-৪৯ সংখ্যক পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকার শয্যা সংখ্যার হার ৩০% পেয়িং এবং ৭০% নন পেয়িং নির্ধারণে নির্দেশক্রমে সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো।

মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পাস-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৫ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ

নং ৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১১.৫৫.২০১৮-৭৪১—পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এর ৬(১)(চ) ও ৬(৩) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রকৌশলী ওয়ালিউল্লাহ সিকদার, চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ঢাকা কেন্দ্র-কে ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের সদস্য নিয়োগ করা হলো। তিনি পূর্বের সদস্য প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান-এর স্থলাভিষিক্ত হবেন।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ সাঈদ-উর-রহমান
উপসচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
শাখা-১১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ১৯ পৌষ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/০২ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ২৫.০০.০০০০.০২৪.৩২.০০৬.১৮.০১—মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রিট নং ২৪৫১/১৯৯৯ এর ২৩-০৪-২০০২ তারিখের রায়ের প্রেক্ষিতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত এবং সলিসিটর অনুবিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আপিল দায়ের না করার সিদ্ধান্ত প্রদান করায়, সরকার এতদ্বারা বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৮ তারিখে প্রকাশিত গেজেটের পরিত্যক্ত সম্পত্তির "খ" তালিকার ১৫৬৫৫ নং পৃষ্ঠার ১নং ক্রমিকে বর্ণিত পুরাতন হোল্ডিং ১১৪৬, নতুন ১২৯১, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম, বাড়িটি পরিত্যক্ত সম্পত্তির "খ" তালিকা হতে অবমুক্ত করলেন।

২। তবে অবমুক্তির পূর্ব পর্যন্ত বাড়িটি পরিত্যক্ত সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকাকালীন সরকারের নিকট কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করা যাবে না।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আহসান মাহমুদ
সহকারী সচিব।